এই সময়

* কথাসরিৎ *

হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও, পৃথিবীর এইরূপ নিয়ম

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুগান্ত /১

ঠিক ক'দশকের ব্যবধানে ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্ত করে, তার কোনও পূর্ব নির্ধারিত হিসাব হয় না, কিন্তু ঘটনা এই যে ঠিক তিন দশকের ব্যবধানে ভারতীয় লোকতন্ত্র আবার কোনও একটি দলকে সাধারণ নির্বাচনে একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদান করল। বিভিন্ন বুথফেরৎ সমীক্ষার আভাস ছিল, কিন্তু সেই আভাসকেও কার্যত স্তম্ভিত করে বিজেপি সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে নিরঙ্কুশ ভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এনডিএ জোটের অন্য শরিকদের কথা গণ্য করলে আসন সংখ্যা আরও বিপুল আকার ধারণ করে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ এই নজিরবিহীন সাফল্য ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল বলা চলে। তার একটা কারণ এই যে নরেন্দ্র মোদীকে সরাসরি ভোটযুদ্ধের নেতা হিসাবে ঘোষণা করে বিজেপি শিবির আসলে এই ভোটের লড়াইয়ের মধ্যে ব্যক্তিত্বের একটি সম্মুখ সমর আনতে চেয়েছিল। সেই যুদ্ধে অন্য পক্ষ কংগ্রেস শিবিরের সেনাপতি রাহুল গান্ধী কোনও ভাবেই নরেন্দ্র মোদীর প্রতিপক্ষ হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে পারেননি। এই ভাবে বিপুল ব্যবধানে বিজেপি-র জয় প্রমাণ করেছে যে, নেতৃত্বের ব্যাপারে দেশের মধ্যে কোথাও একটি শূন্যস্থান তৈরি হয়েছিল। মোদীকেই সেই ফাঁকটি পূরণ করার পক্ষে যোগ্যতর ব্যক্তি ভেবে জনতা তাঁর পক্ষে এমন বিপুল জনাদেশ প্রদান করেছে।

অতঃপর, প্রধানমন্ত্রীর মসনদে আসীন হলে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর কাজটি তাঁর অব্যবহিত বেশ কয়েক জন পূর্বসূরির তুলনায় যথেষ্ট সহজ হবে, এমন আশা অমূলক নয়। তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে বিভিন্ন শরিক দলের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকতে হবে না, ফলে যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজও সহজতর হতে পারে। একই সঙ্গে যে বিরোধিতা গঠনমূলক নয়, নিছকই ভিন্ন মত চাপিয়ে দেওয়ার অজুহাত, তাকেও তিনি অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারবেন। কংগ্রেস-এর নেতৃত্বাধীন ইউপিএ জোট যেমন লোকসভায় তাদের আসন সংখ্যার পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে, এনডিএ-র বর্তমান পরিস্থিতিতে শরিক দলগুলির বিজেপি-র সামনে অনুরূপ গুরুত্ব নিয়ে হাজির হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক শক্তির যে সমীকরণ গত কিছু দশক ধরে ভারতীয় রাজনীতিকে চালনা করেছে, সেখানেও কিছু পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা প্রবল।

এমন নিরঙ্কুশ শক্তি যেমন নরেন্দ্র মোদীর উল্লাসের কারণ, তেমনই তাঁর উদ্বেগের কারণও হয়ে উঠতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতা যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্ফালনে পর্যবসিত না হয়, সে বিষয়ে তাঁকেই সচেতন থাকতে হবে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে জনতা যখন কোনও দলকে এমন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সেই দলের দায়িত্বও বহুগুণে বেড়ে যায়। আশা করা চলে, আগামী প্রধানমন্ত্রী সে বিষয়ে সচেতন থাকবেন। বিরোধী পক্ষও হতোদ্যম না হয়ে গঠনমূলক বিরোধিতার পথে এগোবে। পরিণামে জয়যুক্ত হবে ভারতীয় গণতন্ত্র।

যুগান্ত /২

বিধানসভা ও পঞ্চায়েতের পর লোকসভা নির্বাচনেও পশ্চিমবঙ্গে নিজস্ব ক্ষমতা পূর্ণ মাত্রায় ধরে রাখল তৃণমূল কংগ্রেস। আসন সংখ্যা ও প্রাপ্ত ভোটের হার, দুই ক্ষেত্রেই ২০০৯-এর লোকসভা ভোটের ফলাফলের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ভাবে দলের শক্তি বৃদ্ধি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে হাসি ফোটাবে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের সর্বভারতীয় ফলাফল যে সেই হাসির মাঝখানে একটি প্রশ্নচিহ্ন হয়ে থাকবে তা-ও ঘটনা। প্রশ্নটি সহজ— ঠিক তিন দশক পর দ্ব্যর্থহীন ভাবে একটি দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন করার সিদ্ধান্ত নিলেন দেশের মানুষ। আঞ্চলিক দলগুলির কাছে কী ইঙ্গিত বহন করে আনতে পারে এই সিদ্ধান্ত? এই নির্বাচনের ফলের ইঙ্গিত দ্বিমুখী। পশ্চিমবঙ্গে যে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি নিরঙ্কুশ তা আরও একবার প্রতিষ্ঠিত হল। বিরোধীরা প্রকৃতই বিপর্যস্ত। এ রাজ্যের প্রধান বিরোধী শক্তি সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের পতন অব্যাহত। আসন সংখ্যার নিরিখে তো বটেই, এমনকী ভোটের শতাংশের যে প্রাথমিক হিসাব পাওয়া গিয়েছে তা বাম নেতৃত্বের পক্ষে গভীর উদ্বেগের বিষয়। ত্রিপুরা ও কেরালায় নিজস্ব ক্ষমতা মোটামুটি বজায় রাখলেও, এ তাবৎ দেশের মূল ধারার বামশক্তির বৃহত্তম ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গে তাঁদের অভূতপূর্ব অবক্ষয় আগামী বহু দিন বিশেষ ভাবে এ রাজ্যের সি পি আই (এম) নেতৃত্বকে নিদ্রাহীন রাখবে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস তার সীমিত শক্তি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রাপ্ত ভোটের হারের হিসাবে বি জে পি-র শক্তি বৃদ্ধি চোখে পড়ার মত। তবু অন্তত এ মুহূর্তে এ দুটি দলের কোনওটিই এখানে মমতার রাজনৈতিক অস্বস্তির কারণ নয়।

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীর অস্বস্তির কারণ অন্য। এবং তা শুধু মমতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। এই লোকসভা নির্বাচনের একটি পরিণাম যেমন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টির ঐতিহাসিক উত্থান, একই সঙ্গে এর ফলাফল প্রতিটি আঞ্চলিক ও ছোট দলের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে জোট রাজনীতির উত্থানের ফলে অল্প কিছু সংখ্যক আসন জিতেও কেন্দ্রীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণের যে সুযোগ ছোট দলগুলি ধারাবাহিক ভাবে পেয়ে আসছিল, এ বারের ফলাফল তাতে সুস্পষ্ট ভাবে ইতি টানল। বাস্তব এটাই যে তামিলনাড়ুতে জয়ললিতার এআইএডিএমকে, ওডিশার বিজু জনতা দল এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া এ বারের নির্বাচনে বামদলগুলি সহ সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, জনতা দল (ইউনাইটেড), এন সি পি বা রাষ্ট্রীয় জনতা দলের মত অধিকাংশ আঞ্চলিক দল সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে সম্মানজনক আসন জেতা আঞ্চলিক দলগুলিরও কী আর কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে কোনও প্রাসঙ্গিকতা রইল? যদি তা নাই থাকে তা হলে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যতই বা কী? মমতা সহ প্রতিটি আঞ্চলিক দলের নেতৃত্বকে অবিলম্বে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজায় মনোনিবেশ করতে হবে।

* অসংখ্যা *

১৮০০০০০

(আঠারো লক্ষ) মার্কিন ডলারে ২০১৩ সালে জাপানে বিক্রি হয় একটি ২২২ কিলোগ্রামের নীল-ডানা টুনা। এ পর্যন্ত মাছের দামের ক্ষেত্রে বিশ্ব রেকর্ড।

* দিনকেদিন *

১৭ মে

১৭৯৮: কোম্পানির গভর্নর জেনারেল হয়ে লর্ড মার্কুইস অফ ওয়েলেসলি কলকাতায় আসেন।
১৮৭০: গণিতজ্ঞ রাধানাথ শিকদার প্রয়াত হন।
১৯১৩: দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রয়াত হন।
১৯৭৫: বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত প্রয়াত হন।

রয়টার্স

পট-পরিবর্তন শেষ। কোন দিকে চলেছে ভারতীয় রাজনীতির গতিরেখা? দেশ ও রাজ্যের প্রেক্ষিতে কিছু অনুসন্ধান

ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভোট অস্বাভাবিক নয়, গণতন্ত্রের ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচের জন্যেই অন্য রকম ঠেকছে

আন্দ্রে বেতে

কিছু দিন আগে আমি কলকাতায় যা বলেছিলাম, আজকেও তারই পুনরাবৃত্তি করতে চাই। সংক্ষেপে কথাটা এই যে, আমি ব্যক্তিগত ভাবে বিজেপি সমর্থক নই, কিন্তু এ বার সাধারণ নির্বাচনের আগে আশা করেছিলাম যে, কংগ্রেস-এর নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ জোট বিদায় নেবে এবং বিজেপি-ই ক্ষমতায় আসবে।

কেন আমি সে আশা প্রকাশ করেছিলাম, তার একটা প্রেক্ষিত আছে। আমার ধারণা একটা দলই বছরের পর বছর ধরে দেশ চালিয়ে যাচ্ছে, তা আদপেই গণতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর লক্ষণ নয়। এতে দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দৃঢ়তর হয় না বলেই আমার বিশ্বাস। এ পর্যন্ত একটা দিক। অন্য দিকে যে বিষয়টি, আমার কাছে আরও শঙ্কাজনক বলে মনে হয় আসলে কংগ্রেস-এর বিষয়ে একটি পর্যবেক্ষণ। একটা পরিবার বছরের পর বছরের ধরে একটা দলকে চালনা করে চলেছে। এই ব্যাপারটাকেও কত দূর গণতন্ত্রসম্মত বলা চলে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি ভেবেছিলাম, আগামী নির্বাচনে এই দুটোতেই যদি একটু ধাক্কা লাগে, এবং ভোটের ফলই দেখাচ্ছে যে, ধাক্কা লেগেছে। আমার ধারণা দুটো ক্ষেত্রেই ধাক্কা লেগেছে।

আমি মনে করি, কংগ্রেস যদি এই বিপুল বিপর্যয়ের পরে যদি দলটাকে নিয়ে একটু চিন্তা করে, তা হলে তাদের পক্ষে তা মঙ্গলজনকই হবে। অর্থাৎ, এই হারটাকে আমি একটা পুনর্গঠনের সুযোগ বলেই ধরে নিতে বলছি। কংগ্রেস দলটা যদি এই সুযোগে একটু চিন্তা করে, এই ভাবে একটা পরিবারের অধীনে একটা দল কত দিন চলতে পারে! কংগ্রেস দলটির যাঁরা চিন্তাশীল ব্যক্তি, এই চিন্তা যদি তাঁদের মাথায় একটু ঘোরে, এবং তাঁরা যদি একটু উত্তর খোঁজেন, তা হলে কংগ্রেস পার্টিকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার সুযোগ পাওয়া যাবে, এবং আমার ধারণা কংগ্রেস পার্টিকে নতুন করে গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজন। এবং সেটা কিন্তু বাস্তবে সম্ভব। আমি কখনওই বলব না কাজটা খুব সহজ, কিন্তু এটাও ঘটনা যে কংগ্রেস পার্টিকে নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব। কাজটা কঠিন কিন্তু সম্ভব। এবং, কাজটা যে অসম্ভব নয়, সেটা ভেবে এগোতে পারলে দল হিসাবে কংগ্রেসেরই লাভ।

> একটা পরিবার বছরের পর বছরের ধরে একটা দলকে চালনা করে চলেছে। একে কত দূর গণতন্ত্রসম্মত বলা চলে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

আর একটা কথা বলা দরকার। এই যে একজন ব্যক্তিকে সামনে রেখে এন ডি এ, আসলে বিজেপি-ই এই ভোটটা লড়ল এবং অভূতপূর্ব সাফল্য পেল, সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে এই ঘটনাটা আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে। আমি এটাকে প্রেসিডেন্সিয়াল স্টাইল, (বাংলায় কি প্রেসিডেন্ট-কেন্দ্রিক ধাঁচ বলা যাবে) নির্বাচন বলে মনে করি। একজন ব্যক্তিকে সামনে রেখে ভোট লড়াটা কিন্তু আদপেই খুব অস্বাভাবিক নয়। এটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে আমাদের দেশের এই ওয়েস্টমিনস্টার ধাঁচের গণতন্ত্রের জন্য। ওই মডেলটা এ দেশে প্রচলিত বলেই এই ভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্বাচনী লড়াইয়ের ব্যাপারটা বিস্ময়ের উদ্রেক করছে। ফ্রান্স বা ইউনাইটেড স্টেটসে এটা অস্বাভাবিক নয়। এবং আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, আমরা কিন্তু ওয়েস্টমিনস্টার মডেলের অবিকল কপি নই। তাই, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্বাচনী লড়াই নিয়ে আমাদের খুব বেশি বিচলিত হওয়ার কথা নয়।

আমি বিশ্বাস করি, একজন ব্যক্তির নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ভালো নয়। এ কথা কংগ্রেস যেমন, তেমনই বিজেপি-র সম্পর্কেও সত্য। ইন্দিরা গান্ধীর সময়েও এ রকমই ভেবেছিলাম। এখনও তা-ই। যিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন, তাঁর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন। এই মুহূর্তে সে সব প্রশ্ন তোলা সঙ্গত নয়। কিন্তু প্রশ্নগুলি থেকে যায়। শেষ কথাটা এই যে, আমি মাসকুলার ডেমোক্রেসির পক্ষে নই, আমি কমপ্যাশনেট ডেমোক্র্যাসির পক্ষে। এই দু'টি পরিভাষার যথাযথ প্রতিশব্দ জানি না। কিন্তু, নরেন্দ্র মোদী কিন্তু কমপ্যাশনেট ডেমোক্রেসির প্রতীক নন, তিনি মাসকুলার ডেমোক্রেসির প্রতীক। অতঃপর তিনি দেশটাকে কোন পথে নিয়ে যাবেন, গণতন্ত্রের বাহুবলী না সংবেদনশীল কোন ছবিটি সামনে আসবে, তার উত্তর ভবিষ্যতই দেবে।

লেখক সমাজতত্ত্ববিদ

ভোটের শতকরা ভাগ | ভারত

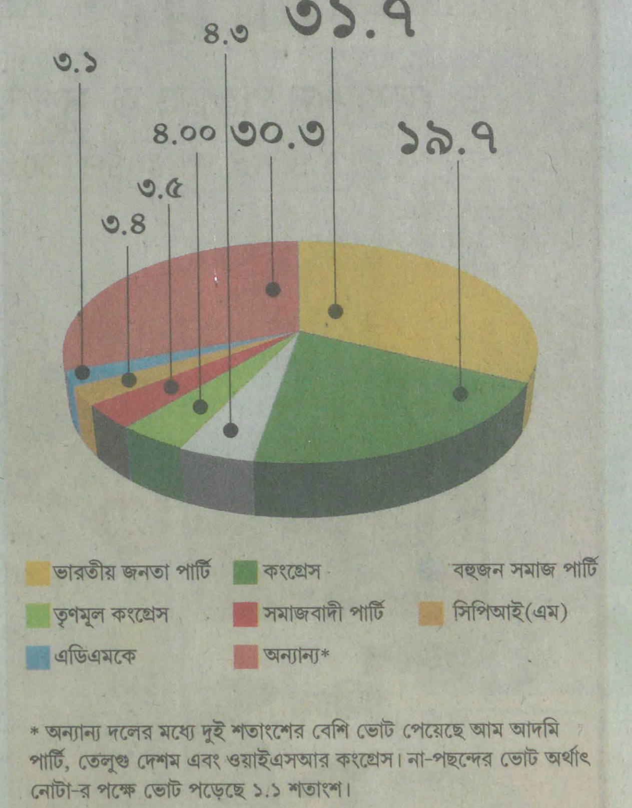

* অন্যান্য দলের মধ্যে দুই শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছে আম আদমি পার্টি, তেলুগু দেশম এবং ওয়াইএসআর কংগ্রেস। না-পছন্দের ভোট অর্থাৎ নোটা-র পক্ষে ভোট পড়েছে ১.১ শতাংশ।

তথ্যসূত্র: ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। (সন্ধ্যা আটটার হিসাব অনুযায়ী)

রয়টার্স

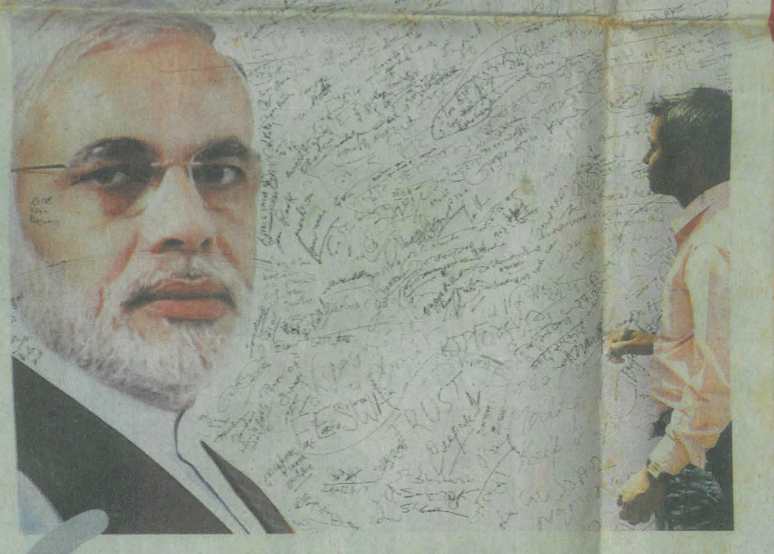

> উন্নয়নের পথে চলাই আমার সরকারের একমাত্র স্লোগান। ফাঁকা আওয়াজ করা আমাদের ধাতে নেই। তাই মানুষ আমাদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়েছেন।
>
> — নরেন্দ্র মোদী

ভোটের শতকরা ভাগ | পশ্চিমবঙ্গ

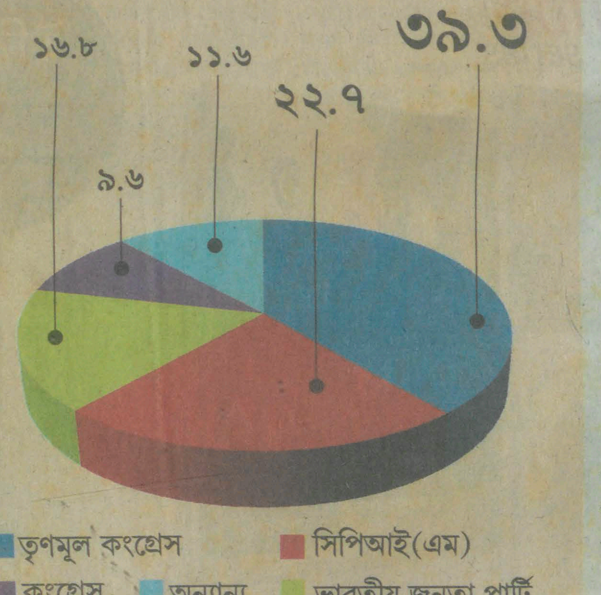

তথ্যসূত্র: ভারতীয় নির্বাচন কমিশন। (সন্ধ্যা আটটার হিসাব অনুযায়ী)

অন্যান্য

আরএসপি ২.৪
সিপিআই ২.৩
ফরওয়ার্ড ব্লক ২.১
নির্দল ০.৯
এসইউসিআই ০.৭

পশ্চিমবঙ্গে 'নোটা'-র অধিকার প্রয়োগ করেছেন ১.১ শতাংশ ভোটদাতা। উল্লেখ্য, ভারতেও 'নোটা' প্রয়োগকারীর শতকরা হার ১.১

অনিবার্য কারণে আজ 'কলকাত্তেওয়ালি' প্রকাশিত হল না

কংগ্রেস-ঘনিষ্ঠ হলেই জনাদেশ বিরুদ্ধে গিয়েছে

প্রসেনজিৎ বসু

২০১৪ সালের নির্বাচনের ফল ভারতীয় রাজনীতিতে এক দক্ষিণপন্থী ঝোঁককে স্পষ্ট ভাবে সূচিত করছে। কেন্দ্রে কংগ্রেসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের অপশাসন থেকেই এই দেশব্যাপী জনরোষের জন্ম। এই সরকারই ছিল স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সব থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং জনবিরোধী সরকার। কংগ্রেসের উপর এই ক্রোধের ফলেই এই ঐতিহাসিক পরাজয় এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের বিপুল জয়। তার সঙ্গে ভারতের কর্পোরেট শ্রেণিও আরএসএস-বিজেপি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এক আগ্রাসী প্রচার সংগঠিত করেছে। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির জন্য আগামী বছরগুলি এক কঠিন চ্যালেঞ্জ-এর সময়।

এই নির্বাচনে বিজেপি সফল ভাবে নিজেদের কংগ্রেসের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এবং জাতীয় স্তরে কোনও গ্রহণযোগ্য অ-কংগ্রেস অ-বিজেপি বিকল্প গড়ে না ওঠার ফলে জনগণের রায়ও বিজেপি-র পক্ষেই গিয়েছে। এটা উল্লেখযোগ্য যে এই নির্বাচনে শুধু সেই রাজনৈতিক দলগুলিই ভালো ফল করতে পেরেছে যারা কংগ্রেস ও বিজেপি-র থেকে সমদূরত্বের একটা স্পষ্ট রাজনৈতিক লাইন নিতে পেরেছে। যেমন, তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকে, ওডিশায় বিজু জনতা দল এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস। আর যাদের মানুষ কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বলে মনে করেছে, এই নির্বাচনে তাদের সকলের শক্তি কমেছে। এমনকী সমাজবাদী পার্টি এবং বহুজন সমাজ পার্টি, যারা কংগ্রেস সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করেছে, তারাও এ বার উত্তরপ্রদেশে বিধ্বস্ত।

এই নির্বাচনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সিপিআই(এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্টের বিপর্যয়। বিশেষত তাদের পুরনো গড় পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের ভোটে এ বার বড়োসড়ো থাবা বসিয়েছে বিজেপি এবং আসনসংখ্যার বিচারেও তারা সমান, যা সমস্ত বামপন্থীদের কাছেই গভীর ভাবে উদ্বেগজনক। এমনকী কেরলেও বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বাকি দেশে বিপর্যস্ত কংগ্রেসের কাছে হেরেছে। এটা স্পষ্ট যে সিপিআই(এম) নেতৃত্বের অজস্র ভুলভ্রান্তির জন্য বামপন্থীদের বড়োসড়ো মূল্য দিতে হয়েছে। বিশেষত কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের প্রশ্নে এক ধরনের সুবিধাবাদী দোদুল্যমানতা এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। এবং সিপিআই(এম) নেতৃত্বকে যৌথ ভাবে এই ব্যর্থতার দায়িত্ব নিতে হবে।

> পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি আসনসংখ্যার বিচারেও সমান, যা সমস্ত বামপন্থীদের কাছেই গভীর ভাবে উদ্বেগজনক।

লেখক বামপন্থী অর্থনীতিবিদ

রাজ্যে ফের জমি হারাল বামফ্রন্ট

মইদুল ইসলাম

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের জয় ভারতীয় রাজনীতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করল। পরিবর্তনটা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনীতির থেকে সংখ্যাগুরুভিত্তিক রাজনীতির দিকে। এই রকম ফলাফলের কারণ মূলত পাঁচটি।

প্রথম, মানুষ কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। বিশেষত, লাগাতার মূল্যবৃদ্ধি ও লাগামছাড়া দুর্নীতির মতো ইস্যু এবং জাতীয় স্তরে কোনও বিশ্বাসযোগ্য ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্পের অভাবের কারণে।

দ্বিতীয়, মোদীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টিকে সক্রিয় ভাবে সমর্থন করেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং কর্পোরেট পুঁজির একটা জোট যারা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে যাতে ভারতীয় জনতা পার্টি যেন তেন প্রকারেণ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।

তৃতীয়, এ বারের ফলে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং আসামের ফল, যেখানে হয় দাঙ্গা সংগঠিত করা হয়েছে, নয়তো অন্য কোনও উপায়ে ভোটারদের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ করা হয়েছে।

চতুর্থ, তরুণ ভোটারদের (আঠেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়সী) মধ্যে একটা বড়ো অংশ, যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস হতে দেখেনি, বাবরি-ধ্বংসের পরবর্তী দাঙ্গা দেখেনি, বা গুজরাট গণহত্যা প্রত্যক্ষ করেনি, তারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে তাদের সর্বোচ্চ আসনসংখ্যায় পৌঁছতে সাহায্য করেছে।

এবং পঞ্চম, অত্যুচ্চাশী শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যারা আগের সরকারের নয়া উদারবাদী নীতি থেকে প্রভূত উপকৃত হলেও সেই সরকারেরই বেশ কিছু সামাজিক সুরক্ষামূলক নীতি ভালো চোখে দেখেনি, তারা হয়ে উঠেছে নরেন্দ্র মোদীর আরও আগ্রাসী নয়া উদারবাদের সংস্করণের গোঁড়া সমর্থক। এ ক্ষেত্রে বলা দরকার যে উন্নয়নের তথাকথিত 'গুজরাট মডেল'-এর রূপ ও নির্যাস নিয়ে এই নির্বাচনে যথাযথ কোনও বিতর্কও হয়নি। পরিবর্তে নির্বাচনী প্রচারের সময় দেখা গিয়েছে ব্যক্তিত্ব-কেন্দ্রিক প্রচার এবং ব্যক্তিগত স্তরে কাদা-ছোড়াছুড়ি।

স্পষ্টত, যে দলগুলি ভারতীয় জনতা পার্টি এবং কংগ্রেসের থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখেছে, তাদের রাজ্যে তারা সহজেই জিতেছে। যেমন তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকে, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস এবং ওডিশায় বিজু জনতা দল। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রীয় জনতা দল, সমাজবাদী পার্টি এবং বহুজন সমাজ পার্টির মতো যে দলগুলো ইউপিএ সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন দিয়েছিল, তারাও এই নির্বাচনে পর্যুদস্ত।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের বিজেপি-বিরোধী ভোটকে সংহত করতে পেরেছে। ফলে তারা ভারতীয় জনতা পার্টির একটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছে। মধ্যবঙ্গে সংখ্যালঘুরা বেশি ভরসা রেখেছে কংগ্রেসের উপর। অন্য দিকে, বামফ্রন্টের শহুরে মধ্যবিত্ত সমর্থকগোষ্ঠীর একটি অংশ, যারা কৃষক ও শহরের দরিদ্রদের উচ্ছেদ করে আগ্রাসী শিল্পায়ন এবং নগরায়ন চেয়েছিল, তারা ঝুঁকেছে ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেই সাধারণ মানুষ বাম নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই নির্বাচনী ফলাফল সেই সত্যকেই আবার মান্যতা দিল।

> বামফ্রন্টের মধ্যবিত্ত সমর্থকদের একটি অংশ, যারা আগ্রাসী শিল্পায়ন এবং নগরায়ন চেয়েছিল, তারা ঝুঁকেছে ভারতীয় জনতা পার্টির দিকে।

লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক

চিঠি লিখুন এই ঠিকানায়— প্রতি সম্পাদক, এই সময়, বেনেট কোলম্যান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড, ডায়মন্ড প্রেস্টিজ, নবম তল, ৪১ এ, এজেসি বোস রোড, কলকাতা ৭০০০১৭। ফ্যাক্স: ০৩৩-৬৬০৩১৩৭৮। ই-মেল: eisamay@timesgroup.com

নিজের মত জানান ফেসবুক-এ। লগ ইন করুন: www.facebook.com/eisamay.com